যুব সম্মেলন ২০১৮

বাংলাদেশ ও এজেন্ডা ২০৩০

তারুণ্যের প্রত্যাশা

Citizen's Platform for SDGs, Bangladesh

এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম, বাংলাদেশ

১৪ অক্টোবর ২০১৮

কৃষিবিদ ইন্সটিটিউশন বাংলাদেশ, ঢাকা

সমান্তরাল অধিবেশন (৩)

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ

টেকসই উন্নয়ন এজেন্ডা ও বাংলাদেশের আদিবাসী যুব

মনজুনি চাকমা, ডকুমেন্টেশন অফিসার ও ইয়ুথ ফ্যাসিলিটেটর
কাপেং ফাউন্ডেশন

KAPAEENG Foundation

এসডিজি ও বাংলাদেশের আদিবাসী যুব

- বাংলাদেশ একটি বহু জাতির, বহু ভাষার এবং বহু সংস্কৃতির মেলবন্ধনে তৈরি বৈচিত্র্যপূর্ণ দেশ। কাপেং ফাউন্ডেশনের মতে, এ দেশে বৃহত্তর বাঙালী জনগোষ্ঠী ছাড়াও প্রায় ৫৪টির অধিক আদিবাসী জাতি স্মরণাতীতকাল থেকে বসবাস করে আসছে।
- বাংলাদেশ আদিবাসী ফোরামের তথ্যানুযায়ী দেশে আদিবাসীদের জনসংখ্যা প্রায় ৩০ লক্ষাধিক। যার একটি বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে যুবরা। দেশের সঙ্গে ওতোপ্রোতভাবে জড়িয়ে রয়েছে তাদের জীবন, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও আশা-আকাঙ্ক্ষা।
- সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এমডিজি) আদিবাসীরা সম্পৃক্তকরণ ও দৃশ্যমানতা নিশ্চিতের দাবি জানালেও অদৃশ্যমান থেকে যায়। ফলে আদিবাসী জাতিসমূকে সাধারনভাবে এমডিজি বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নের ক্ষেত্রে সম্পৃক্ত করা হয়নি। কিন্তু টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রায় (এসডিজি) মূল ৯টি গ্রুপের মধ্যে অন্যতম একটি হলো আদিবাসী জনগণ। কারণ এসডিজি বা ভিশন ২০৩০ এর মূল কথাই হচ্ছে 'কাউকে পেছনে ফেলে না রাখা'।
- বাংলাদেশের আদিবাসী জনগন যুগ যুগ ধরে বৈষম্য ও নিপীড়নের কারনে উন্নয়নের মূল ধারা থেকে পেছনে পড়ে রয়েছে যা তাদের টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্বের পথকে রুদ্ধ করে তুলেছে। যার প্রভাব সরাসরি আদিবাসী যুবদের মধ্যে পড়ছে।

KAPAEENG Foundation

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ও আদিবাসী যুব

- টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার দু'টি অভীষ্টে (২.৩ ও ৪.৫) সরাসরি আদিবাসী জনগোষ্ঠীর কথা উল্লেখ থাকলেও পরোক্ষভাবে বিভিন্ন অভীষ্টে (১,৫,৬,৮,১০,১৩ ও ১৫) আদিবাসী জনগণ তথা যুবদেরকে কথা অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছে।
- অভীষ্ট ২.৩ এ ২০৩০ সালের মধ্যে আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সুরক্ষা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার উদ্যোগ গ্রহনের এবং অভীষ্ট ৪.৫ এ আদিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষা ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণের কথা বলা হয়েছে।
- অভীষ্ট ৬.২ এ ২০৩০ সালের মধ্যে সকলের জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনধারনের কথা বলা হয়েছে যাতে পরোক্ষভাবে আদিবাসী জনগণ তথা যুবদের অর্ন্তভুক্তি রয়েছে।
- অভীষ্ট ৮.৫ এ ২০৩০ সালের মধ্যে আদিবাসী যুব সমাজের জন্য কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে সাথে নারী পুরুষের সমান মজুরি নিশ্চিত এবং অভীষ্ট ৮.৬ এ ২০২০ সালের মধ্যে বেকারত্ব কমিয়ে আনার কথা পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে।
- অভীষ্ট ১০.২ এ ২০৩০ সালের মধ্যে দলমত নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্ন্তভুক্তির কথা বলা হয়েছে যাতে পরোক্ষভাবে আদিবাসী জনগণ তথা যুবদের অর্ন্তভুক্তি রয়েছে।

KAPAEENG Foundation

এসডিজি বাস্তবায়নে আদিবাসী যুবদের প্রতিবন্ধকতাসমূহ

- সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আদিবাসীদের জন্য 'শিক্ষা, ভাষা ও সাংস্কৃতিক' ক্ষেত্রে ব্যপক উন্নয়নের প্রুতিশ্রুতি থাকলেও বাস্তবে আদিবাসী শিশু ও যুবদের অবস্থা শিক্ষা ক্ষেত্রে অত্যন্ত নাজুক যা অভীষ্ট ৪.৫ পরিপন্থি।
- সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পার্বত্য চট্টগ্রামের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করতে সুসংহত ওয়াটারশেড ব্যবস্থাপনা ও প্রাকৃতিক উৎস সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দিলেও অবাধে পাথর উত্তোলনের ফলে ছড়া, খাঁড়ি ও ঝর্ণার মূখ বন্ধ হচ্ছে যা অভীষ্ট ৬.২ পরিপন্থি। ফলে আদিবাসী জনগণ সুপেয় পানির অভাবে মারাত্বক স্বাস্থ্যহানিতে ভূগছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি চাকরিতে সুবিধাবঞ্চিত আদিবাসী শিক্ষার্থী ও যুবদের কোটা সংরক্ষণ পিছিয়ে পড়া জাতিগোষ্ঠীকে মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের একটি বিশেষ পন্থা। ইতিমধ্যে আদিবাসী শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষা ও চাকুরিতে কোট বাতিলের সিদ্ধান্ত অভীষ্ট ৮.৫ ও ৮.৬ পরিপন্থি।
- আদিবাসী জনগণের মাথাপিছু আয় জাতীয় গড় আয়ের তুলনায় অনেক কম এবং আদিবাসীদের মধ্যে দারিদ্রতার হার বাংলাদেশের গড় দারিদ্র হারের তুলনায়ও অনেক বেশি। সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আদিবাসীদের চরম দারিদ্রতা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ সহ বিভিন্ন প্রতিকূলতা প্রশমনের কথা বললেও বাস্তবায়নের তেমন কোন চিহ্ন চোখে পড়ে না যা অভীষ্ট ১০.২ পরিপন্থি।

KAPAEENG Foundation

আদিবাসী যুবদের এসডিজি'তে সম্পৃক্তকরণের সুপারিশসমূহ

- সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় আদিবাসী যুবদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা;
- টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ২০৩০ বাস্তবায়নে এবং অর্জনের অগ্রগতি পর্যালোচনায় আদিবাসী যুবদের সম্পৃক্ত করা;
- আদিবাসীদের যুবদের মাধ্যমে আদিবাসীদের পৃথক শুমারি ও মানচিত্রায়ানের মাধ্যমে বিভাজিত তথ্য সংগ্রহ করা;
- সরকারি চাকুরির সকল শ্রেনিতে আদিবাসীদের জন্য ৫ শতাংশ কোটা সংরক্ষণসহ আদিবাসী যুব সম্প্রদায়ের শিক্ষা, দক্ষতা ও কর্মসুযোগ সৃষ্টির জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- আদিবাসী শিশুদের শিক্ষার পাঠ্যক্রম প্রণয়ণের জন্য বিশেষ বাজেট বরাদ্দ এবং আদিবাসী শিক্ষার্থীদের উচ্চতর শিক্ষার জন্য বৃত্তি দিতে প্রদান করা;
- পার্বত্য চট্টগ্রামে আদিবাসী যুবদের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন করা এবং এলক্ষ্যে সময়সূচি ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা (রোডম্যাপ) ঘোষণা করা;

KAPAEENG Foundation

আদিবাসী যুবদের এসডিজি'তে সম্পৃক্তকরণের সুপারিশসমূহ

- জাতীয় যুব নীতি ২০১৭ এ আদিবাসী যুবদের জন্য আলাদা একটা অধ্যায় রাখা এবং সকল ধরনের নীতিমালা গ্রহনের পূর্বে আদিবাসী যুব নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা;
- সমতলের আদিবাসীদের বেহাত হওয়া ভূমি পুনরুদ্ধারের জন্য একটি পৃথক ভূমি কমিশন গঠন করা;
- আদিবাসী শিশু, যুব ও নারীদের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং বন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদিবাসী যুবদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করা;
- জাতীয় সংসদে অঞ্চলভিত্তিক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী নারী ও যুব প্রতিনিধি নিশ্চিত করা;
- আদিবাসী জাতিগোষ্ঠীর অধিকার বিষয়ক জাতিসংঘ ঘোষণাপত্র এবং আদিবাসী ও ট্রাইবাল জনগোষ্ঠী কনভেনশন ১৬৯ অনুস্বাক্ষর করা।

KAPAEENG Foundation

ধন্যবাদ

ফটো সূত্র: ঢাকাস্থ সুইজারল্যান্ড এ্যামবাসি'র ওয়েবসাইট

KAPAEENG Foundation